|  |
| --- |
| **অধ্যায়-১৩**  **আইন ও বিচার বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

উন্নত ও কাঙ্খিত সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল শিশুকে একটি স্বাভাবিক এবং বাধাহীন পরিবেশের মধ্য দিয়ে বড় হতে দেয়ার সুযোগ করে দেয়া। এ ধরণের পরিবেশের একটি দিক হল বিচার প্রার্থী শিশুর বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। শিশুদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করাসহ নির্যাতন-সহিংসতা বা অন্য কোন ধরনের নির্যাতনমূলক মানসিক ও শারীরিক কার্যাদি হতে শিশুকে সুরক্ষা প্রদান করা আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ। আইন ও বিচার বিভাগ বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিজেদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কৌশলগত পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন অংশিদারগণের মতামত এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-কে গুরুত্ব প্রদান করছে। শিশুদের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ উন্নয়ন সহযোগী বিশেষভাবে ইউনিসেফ-এর সাথে সরাসরি কাজ করছে। এ বিভাগের সকল কাজকর্ম সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন অংশীদারগণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়েনের ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩ এবং অন্যান্য আইনের প্রভাব অনস্বীকার্য।

**২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ**

| **জাতীয় নীত/কৌশল ও বিবরণ** | **কার্যক্রমসমূহ** |
| --- | --- |
| **শিশু আইন, ২০১৩ এবং শিশু আদালত** | * শিশু হিসেবে গণ্য হওয়ার বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে; * শিশু অধিকার কমিটি (CRC) কার্যকরকরণ; * শিশুদের জন্য জাতীয় শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠনকরণ; * জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটি গঠনকরণ; * আইনের সংষ্পর্শে আসা শিশুদের জন্য প্রবেসন অফিসার নিয়োগ; * প্রতিটি উপজেলায় শিশু সহায়তা ডেস্ক স্থাপন; * প্রতিটি জেলা/মহানগরে একটি আদালতকে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের বিচারিক কার্যক্রমের দায়িত্ব প্রদান; * শিশু কর্তৃক যেকোন ধরনের অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে তার বিচার সংশ্লিষ্ট নারী ও শিশু আদালতে প্রেরণ; * শিশু আইনে শিশু নির্যাতন রোধে গৃহীত পদক্ষেপ এবং শিশুদের গ্রেফতার সংক্রান্ত বিধানাবলী চালুকরণ; |
| **টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা**  **এসডিজি**  **লক্ষ্য ১৬:** টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ।  **সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ**  সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিশুদের সকল অধিকার প্রয়োগের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে এবং অসমদৃষ্টির ক্ষেত্রে অধিকার প্রয়োগ, মামলার সৃষ্ট ও দ্রুত বিচার এবং বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে শিশুদের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি। | * শিশু অধিকার কনভেনসন, শিশু আইন, ২০১৩ এবং এতদসংশ্লিষ্ট আইনি বিষয়গুলো কার্যকরকরণ; * আইনি ব্যবস্থায় সহজ প্রবেশাধিকারে আইন ও বিচার বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। কোন শিশু সরকারের কাছে আইনি সহায়তা চাইলে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইনি প্রবেশাধিকারে সহায়তা প্রদান করছে; * বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করা হয়। এ বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ।   উপর্যুক্ত কার্যক্রমগুলি সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং এসডিজি উভয় লক্ষ্যমাত্রায় প্রতিফলন ঘটানো হচ্ছে। |

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

আইন ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন পদক্ষেপ শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন এবং তাদের সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বিগত ৩ বছরে শিশুদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

* আইন ও বিচার বিভাগ ন্যাশনাল হেল্পলাইন চালু করেছে। এর নাম্বার ১৬৪৩০। এটি বিনা মাসুলে পরিচালিত হয়। আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্ত দপ্তর জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এ হেল্পলাইন পরিচালনা করছে। এ হেল্পলাইনের মাধ্যমে দেশের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ এবং শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর লোককে বিনামূল্যে সপ্তাহের ৭ দিনই ২৪ ঘন্টা আইনি পরামর্শ সেবা প্রদান করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। হেল্প লাইনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৩২৭ জন শিশুকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে;
* জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১০০৫ জন শিশুকে তাদের মামলা পরিচালনায় সরাসরি আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
* আইন ও বিচার বিভাগের আওতায় নির্মিত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনসমূহে একটি কক্ষ শিশু যত্নকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিতব্য বিভিন্ন আদালত ভবনে শিশু যত্নকেন্দ্র হিসেবে একটি রুমকে চিহ্নিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
* যেসকল হতদরিদ্র শিশু আইনের সংষ্পর্শে এসেছে তাদের আদালতে আসা যাওয়া এবং এ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ তাদের নগদ সহায়তা প্রদান করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

**৪.০ আইন ও বিচার বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

(বিলিয়ন টাকা)

| **বিবরণ** | **বাজেট**  **2020-21** | **বাজেট**  **2019-20** | **প্রকৃত**  **2018-19** |
| --- | --- | --- | --- |
| বিভাগের মোট বাজেট |  | 16.53 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 11.99 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 4.54 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট |  | 0.77 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 0.56 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 0.21 |  |
| জাতীয় বাজেট |  | **5,232** |  |
| জিডিপি |  | 28,859 |  |
| সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 18.13 |  |
| বিভাগের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.06 |  |
| বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 0.32 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.00 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 0.01 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার) |  | **4.66** |  |

**সূত্রঃ অর্থ বিভাগ**

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ০.০৬ শতাংশ এবং এর মধ্যে শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের মাত্র ২.৬৮ শতাংশ।

**৫.০ উত্তম চর্চা**

|  |
| --- |
| **ছোট্ট শিশু ফিরে পেল তার পরিবার**  (ছোট্ট শিশুর অনুরোধে বিচারকের এডিআর সংঘটন)  ৫ বছরের সালমান চোখে টলমলে পানি নিয়ে মা, দুই মামি আর ছোট্ট বোনটার হাত ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে কিশোরগঞ্জ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের সামনে। সে তার বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। সে প্রায় ৫ মাস পর তার বাবাকে দেখছে। ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে গিয়ে বাবার কোলে চড়ে বসতে। তার বাবা-মা পরস্পরকে সকলের সামনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। সে এই অফিসে আগেও একবার এসেছে মায়ের সাথে। অফিসার আন্টি তার মাকে বুঝিয়েছে, তাকে বলেছে বাবা-মার ঝগড়া মিটিয়ে দেবে। তাই আজ সে স্কুল কামাই দিয়ে জোর করে মার সাথে এসেছিল একসাথে বাবা-মায়ের হাত ধরবে বলে। বাবা-মার ঝগড়ায় লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। তার ভয় হচ্ছে, যেমনটা দাদার বাড়িতে দাদী-মা-বাবার ঝগড়া দেখতে হত।  সালমানের মা মোছাঃ আয়শা আক্তার তার স্বামী মোঃ আবু আইয়ুব আনছারীর বিরুদ্ধে যৌতুকের জন্য তাকে নির্যাতন করে দুই সন্তানসহ বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে মর্মে অভিযোগ করে জানান যে, গত ৪ মাস যাবৎ তিনি ২ সন্তানসহ অসচ্ছল বাবার বাড়িতে আর্থিক কষ্টে আছেন। অথচ তার সন্তানের বিত্তশালী পিতা তাদের কোন খোঁজখবর রাখছেন না। পিতা-মাতার নিষেধ অমান্য করে যাকে ৭ বছর আগে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন সেই স্বামী আইয়ুব গত ৩ বছর যাবৎ মাঝে মাঝেই নির্যাতন করে অবশেষে তাড়িয়ে দেন। আজ তিনি স্বামীকে ডিভোর্স দিতে চান। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার তাকে বুঝিয়ে মীমাংসার জন্য রাজি করান। অতঃপর প্রতিপক্ষ মোঃ আবু আইয়ুব আনছারীকে নোটিশ প্রদান করা হলে তিনি যথাসময়ে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে এসে হাজির হন। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার তাদের বক্তব্য শুনে মধ্যস্থতার চেষ্টা করেন। কিন্তু উভয়পক্ষই এত তিক্ততার ভিতর দিয়ে সম্পর্কটাকে নিয়ে চলেছেন যে তারা আর সংসারে ফেরত যেতে চান না। অথচ দুটি নিষ্পাপ শিশু একবার বাবার দিকে, একবার মায়ের দিকে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে আছে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার এই বাচ্চা দুটির দৃষ্টিকে অবহেলা করতে পারেননি। তিনি মীমাংসার শেষ চেষ্টাস্বরুপ উভয়পক্ষকে আরো ১ দিন অফিসে আসতে বললেন। পরবর্তী তারিখের দিন তাদের বিরোধ আরো চরমে। অন্য একটি এডিআর চলাকালীন সময়ে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের বারান্দায় উভয়পক্ষ নিজ নিজ পক্ষের লোকজনসহ ঝগড়ায় জড়িয়ে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের সামনে আদালতে আসা লোকজনের ভিড় জমে যায়। বড় ছেলেটি কাদোঁ স্বরে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারকে আস্তে আস্তে বললো “আন্টি আমার আব্বা-আম্মাকে ঠিক করে দেও”। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের একটানা ২ ঘন্টার চেষ্টায় উভয়পক্ষের মন নরম হলো। এবার সন্তানরা নয়, কাঁদছে তাদের বাবা-মা। তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। তারা নিজেদের পবিত্র ভালোবাসাকে ফিরে পেয়েছে। সালমানের চোখে এখন আনন্দের ঝলকানি। |

**৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ**

আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য শিশু নিরাপত্তা, শিশু সুরক্ষা, শিশুদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান এবং বিচারিক কার্যক্রমে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইন ও বিচার বিভাগকে যেসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয় তা নিম্নরূপ:

* শিশু নিরাপত্তা, শিশু সুরক্ষা এবং বিচারিক কার্যক্রমে শিশুদের সহজ প্রবেশাধিকার শুধুমাত্র আইন ও বিচার বিভাগের ওপর নির্ভর করে না। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে;
* এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এবং অন্যান্য কার্যক্রম এককভাবে শিশুকেন্দ্রিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে শুধুমাত্র শিশুদের কথা বিবেচনা করে নির্ধারণ করার ‍সুযোগ কম। শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দের জন্য শিশুদের চাহিদার সুনির্দিষ্ট প্রাক্কলন করা হয় না;
* শিশুর নিরাপত্তা এবং তাদের উন্নয়নে সরকারি দপ্তরের তদারকির চেয়ে পরিবার এবং সমাজের সচেতনতা এবং যত্ন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এটি নিশ্চিত করা একটি সামাজিক চ্যালেঞ্জ;
* আপোষ-মিমাংসা উৎসাহিত করে বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তি পদ্ধতি গ্রহণে বিভিন্ন মহলের অনীহা;
* বর্তমানে বিদ্যমান আদালতসমূহের অবকাঠামো শিশুবান্ধব নয় এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাচ্ছন্দ প্রবেশ উপযোগী নয়। অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার বিচারকগণ তাদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে শিশু আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিচারে দীর্ঘসূত্রিতার তৈরি হয়। এইরূপ দীর্ঘসূত্রিতা অনেক ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠার পথকে বাধাগ্রস্থ করে।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

| পরিকল্পনার মেয়াদ | পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম |
| --- | --- |
| ২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা | * বিচার চলাকালীন সময়ে নারী ও শিশু আদালতের সংশ্লিষ্ট আদালত শিশুবান্ধব করা; * নারী ও শিশু আদালতের সংশ্লিষ্ট বিচারকগণকে রিফ্রেশমেন্ট প্রশিক্ষণ; * উন্নত দেশের শিশু আদালতের বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন; * বিচারক, প্রবেসন অফিসার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ; * আদালত ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থাকরণ; * শিশু আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি; * দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সরকারি আইন সহায়তা প্রদান; * ২৫টি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ; * ১৪টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস এবং ৯৪টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবনে ১টি করে রুম শিশু যত্নের জন্য নির্ধারিত করে দেয়া। |
| মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা | * শিশুদের উন্নয়নে চাহিদার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ; * শিশুদের অধিকার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি; * বিচারক, প্রবেসন অফিসার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ; * সরকারি আদালত ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থাকরণ; * শিশু আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি অব্যাহত রাখা; * দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সরকারি আইন সহায়তা প্রদান; * ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং সরকারি ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ; * ৪২টি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ; * জজ আদালতসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ; * উচ্চ আদালত ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ; * দেশের সকল জেলা রেজিস্ট্রি অফিস এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবনে ১টি করে রুম শিশু যত্নের জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া। |
| দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা | * জাতিসংঘের শিশুসংক্রান্ত সনদের ভিত্তি এবং এসডিজির লক্ষ্যমাত্রার আলোকে শিশুদের উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ; * শিশুদের অধিকার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি অব্যাহত রাখা; * শিশু আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি অব্যাহত রাখা; * বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সময়ে সময়ে শিশু সংক্রান্ত আইন, বিধি, আদালত ব্যবস্থাপনা, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি সংস্কার করা; * দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সরকারি আইন সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা; * বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি শক্তিশালী করার জন্য দেশের প্রতি জেলায় এডিআর সেন্টার স্থাপন; * ৬৪টি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ। |

**৮.০ উপসংহার**

উন্নত রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে সরকার শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অধিকার সুরক্ষা, নিরাপত্তা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পথরেখায় এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য ন্যায় বিচার প্রাপ্তি ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং রুপকল্প-২০২১ এবং রুপকল্প-২০৪১ অর্জনে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক শিশুদের উপযোগী করে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ যেমন- জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনের সহযোগিতা পেলে আইন ও বিচার বিভাগ অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারবে।